দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2-9-2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বুয়েটে ৬০ বছরপূর্তি উৎসবের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

বিজ্ঞানের উৎকর্ষে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসার গুরুত্বারোপ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার ৬০ বছরপূর্তি উপলক্ষে ছয় মাসব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে তৃতীয় বিশ্বের এ দেশকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা আজ বড় প্রয়োজন। দেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও গবেষণার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আয়োজিত ছয় মাসব্যাপী এ কর্মসূচী শেষ হবে আগামী ডিসেম্বরে।

গতকাল (শনিবার) সকাল সাড়ে ৯টায় বুয়েট অডিটোরিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বুয়েটের সাবেক ৯ ভিসির মধ্যে জীবিত ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ডিগ্রী অর্জনকারী প্রকৌশলী, স্থপতি ছাড়াও বিশিষ্টজনরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে প্রাক্তন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলকে কলেজে রূপান্তরের মাধ্যমে এ বাংলায় প্রকৌশল শিক্ষার নতুন অধ্যায় শুরু হয়। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইপিইউইটি) উন্নীত করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইপিইউইটিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) রূপান্তর হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে বুয়েট দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের বিরল সম্মান অর্জন করে। প্রকৌশল শিক্ষায় সফলতা এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা, গবেষণা বিষয়ে প্রবীণের সঙ্গে নবীনের মতামতের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য 'প্রকৌশল শিক্ষার ষাট বছরপূর্তি উদ্‌যাপন' উপলক্ষে ছয় মাসব্যাপী এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বুয়েটের ভিসি প্রফেসর ড. এ এম এম সফিউল্লাহর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুয়েটের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. ওয়াহিদউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বুয়েট মাইলফলকস্বরূপ। আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থী আছে। আছে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। এখন আমাদের দরকার সরকারী ও বেসরকারী খাত থেকে আরো অধিক সহযোগিতা। যাতে করে প্রযুক্তির সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও কোর্স সমাপনী উপাদান কেনা যায়। তিনি সেমিনার লাইব্রেরীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উন্নতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ইনকিলাব ঃ গতকাল বুয়েট অডিটরিয়ামে বুয়েটের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ

সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবক্ষয়ের মধ্যে টিকে থাকা বুয়েটের জন্য কঠিন। ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আর্থিক সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমরা আর প্রশংসায় বাঁচতে চাই না, উৎকর্ষতার জন্য আর্থিক সহযোগিতা চাই। সাবেক ভিসি ড. আব্দুল মতিন পাটোয়ারী বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি কাজ থাকা জরুরি। এগুলো হলো- গবেষণা ও সর্বাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, জ্ঞানের সর্বোচ্চ চর্চা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মোশারফ হোসেন খান বলেন, টিকে থাকতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিশ্বায়নের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে। এছাড়া সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. নুরুদ্দীন আহমদ, প্রফেসর ড. আলী মর্তুজা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ছয় মাসব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী, টক শো, আন্তঃহল প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগামী ২৪ থেকে ৩০ অক্টোবর ও ১ থেকে ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে আন্তঃবিভাগ আলোচনা সভাসহ নানা অনুষ্ঠান। ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর সব বিভাগের সমন্বয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। এছাড়া ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জাতীয় সেমিনার ও টক শো। ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার। ৮ ডিসেম্বর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছয় মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ইতি টানা হবে।